

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০১২



স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

विवाशम श्रुभव सायित जिधकात

সোমবার, ২৮ মে, ২০১২





রাষ্ট্রপতি গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ

১৪ জৈষ্ঠ ১৪১৯ २४ त्म २०३२

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

একটি সুন্দর জীবন ও জগতের জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব খুবই গুরত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আমি জানতে পেরেছি বর্তমানে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৪ প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে এবং নবজাতকের মৃত্যুর হার ৩২ প্রতি হাজারে, যা অনেক উনুয়নশীল দেশের তুলনায় সম্ভোষজনক। বাংলাদেশের এ অগ্রগতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসনীয়। এমডিজি-৪ এর লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রশংসনীয় অগ্রগতি ও সঠিক পথে অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার পেয়েছে। ২০১১ সালে জাতিসংঘের ৬৬তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে মা ও শিশু স্বাস্থ্যে অসামান্য অবদানের জন্য ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক 'সাউথ-সাউথ' পুরস্কার প্রদান করা হয়। সহস্রান্দের উনুয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জন বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্চ। বর্তমান সরকার এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০১২' এর প্রতিপাদ্য 'নিরাপদ প্রসব মায়ের অধিকার' সময়োপযোগী ও যথার্থ বলে মনে করি। ইতোমধ্যে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পর্যায়ে অবকাঠামো উনুয়ন, দক্ষ জনবল সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উনুয়নে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দিবসটি পালনের মাধ্যমে মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। মায়েদের নিরাপদ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা খুবই জরুরী। আমি মনে করি, সকল পর্যায়ে সমন্বিত ও অর্থবহ উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে।

আমি 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০১২' সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্পুর রহমান





ডা. আ. ফ. ম. রহুল হক এম পি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'নিরাপদ প্রসব মায়ের অধিকার' প্রতিপাদ্য নিয়ে অন্যান্য বছরের মত দেশে এ বছরও ২৮ মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কে সকল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দিবসটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

উনুতমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু রোধ বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার এবং এ লক্ষ্যে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দেশের উনুয়ন এবং সুস্থ সবল জাতি গঠনের জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ফলপ্রসূ উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৯৪ যা ২০১৫ সালের মধ্যে ১৪৩ এ নামিয়ে আনতে হবে। মাতৃমৃত্যু হ্রাসের এ ধারা অব্যাহত থাকলে রূপকল্প ২০২১ এবং সহস্রাব্দ উনুয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সেবার মান এবং সেবাদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মাতৃমৃত্যু রোধে জরুরি প্রসৃতি সেবা, বিশেষ করে হতদরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীমের মত কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। নিরাপদ মাতৃত্ সেবা তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরাপদ প্রসব সেবা তরু করা হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ এবং সেবা প্রদানকারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আগামী দিনগুলোতে আমরা সকল মায়েদের জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে সক্ষম হব।

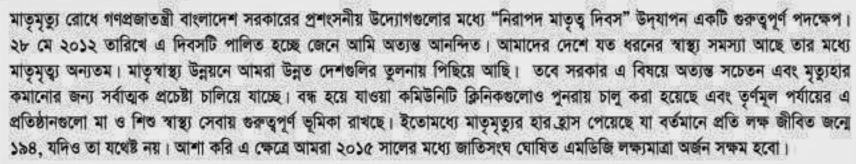
আমি নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-এর সকল কর্মসূচি র সফলতা কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বন্ধবন্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক



डा. जा. क. म. त्रष्ट्य ट्रॅक ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির, এমপি

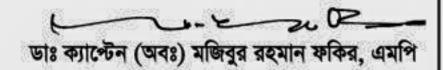
প্রতিমন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



একজন নারী সন্তান ধারন করার সাথে সাথেই একটি ঝুঁকিপূর্ণ জীবনে প্রবেশ করেন। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরও অনেকদিন পর্যন্ত এ ঝুঁকি থেকে যায়। গর্ভের সন্তান সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা ও নিরাপদ প্রসবের জন্য তার নিবিড় পরিচর্যা প্রয়োজন। কেননা গর্ভকালীন ও গর্ভপরবর্তী জটিলতা, অনিরাপদ প্রসব ও পরিবারের অবহেলা মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ। তাই এ ক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য "নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস" পালন করা হচ্ছে। অপরদিকে এ বিষয়ে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য চিকিৎসক ও নার্সদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, গড়ে তোলা হচ্ছে প্রশিক্ষিত ধাত্রী, সেই সাথে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুরিতে নিরাপদ সন্তান প্রসব কারা জন্য মায়েদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আহ্বান জানাচ্ছি এবং সেই সাথে "নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস" এর সফলতা কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক



Every minute of every day, somewhere in the world,

and most often in a developing country, a woman dies

from complications related to pregnancy or childbirth

the right midwifery skills be at the bedside of the pregnant woman.

Message

In Bangladesh, an estimated 7,300 women die every year due to pregnancy-related causes. The percentage of

women dying in childbirth in Bangladesh is more than 70 times higher compared to a woman in a developed

In Bangladesh, the maternal mortality ratio dropped by 40% during last 9 years, and is now down to

194/100,000 life birth (BMMS 2010). Bangladesh is on track to achieve MDG5, and that is a remarkable

achievement. But we cannot be complacent, the maternal mortality is still high. Most babies in Bangladesh are

born in their homes, their mothers being assisted by an untrained, unsupervised provider, often a traditional

birth attendant (dai) or relative. Most of these tragic maternal deaths could have been averted had someone with

When a woman dies due to pregnancy-related complications, the chance of survival of her newborn drastically

reduced. A woman's death is more than a personal tragedy; it represents an enormous cost to her family, her

community, and the nation at large. To protect such loss, we have to ensure that every pregnant woman in

Bangladesh receives the care she needs to be safe and healthy throughout her pregnancy. And the reason is that

any pregnancy can end with potentially life-threatening complication. One simply cannot adequately predict the

outcome of a pregnancy. And because of this unpredictability, it is critical every pregnant woman has access to

The good news is that for over one and a half years, Bangladesh has made very good progress on developing

the midwifery cadre by educating and training according to international standards. This is a significant and

highly commendable step in the right direction towards according MDGs 4 and 5 by 2015. So far, 180

midwives have graduated, and another 400 are being trained, out of a target of 3,000 by 2015. Though still

small in numbers, this represents an important step towards improving the maternal and neonatal health care in

Bangladesh. This initiative followed HE Prime Minister Sheikh Hasina's commitment to Maternal and child

Health that she presented to the international community in September 2010 during the MDG Summit in New

York. The initiative to educate quality midwives in accordance with international standards illustrates a strong

national commitment to reduce maternal mortality and to save the lies of our mothers. Bangladesh midwives

will be as professional as those in other counties. Working within the health system, they will be able to

address the three pillars of reducing maternal death, namely the promotion of family planning, ensuring that the

midwives will make a visible change in the reduction of maternal mortality in Bangladesh, as they have done in

So, on this Safe Motherhood Day, let us pledge that we work towards a Bangladesh where in future all women

deliver their babies in the presence of a professional skilled provider and that this key service is integrated into

the health system. After all, no women should die while giving life. Women deliver for us, evey day, isn't time

a skilled health provider with midwifery skills, be it a community skilled birth attendant, a midwife, a nurse.





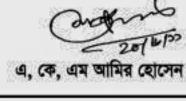
আজ ২৮ মে. ২০১২ যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে সারাদেশে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালিত হচ্ছে। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য "নিরাপদ প্রসব মায়ের অধিকার"। সারাদেশে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র্যালী, আলোচনাসভাসহ বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৯৪ বিভিন্ন স্তরে জরুরি প্রসৃতি সেবা কার্যক্রম চালু থাকলেও এখনও ৭১ শতাংশ গর্ভবতী মহিলার প্রসব হচ্ছে বাড়ীতে অদক্ষ দাইয়ের হাতে, ফলে মাতৃমৃত্যুর হার কমলেও ঝুঁকিতে থেকে যাচ্ছেন প্রসৃতি মা ও শিশু। বর্তমানে প্রশিক্ষিত ধাত্রীর হাতে প্রসব হচ্ছে মাত্র ৩২ শতাংশ মাতৃমৃত্যুর বেশীর ভাগই হচ্ছে বাড়ীতে অদক্ষ হাতে প্রসবের কারণে।

বর্তমানে দেশের সব কয়টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেল হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ছাড়াও বেসরকারী পর্যায়ে অনেক প্রতিষ্ঠানে জরুরি প্রসৃতি সেবা কার্যক্রম চলছে। মাতৃমৃত্যুর হার কাংখিত পর্যায়ে কমাতে হলে আরও প্রশিক্ষিত জনবল বাড়াতে হবে সরকারী উদ্যোগের সাথে প্রয়োজন সকলের সচেতনতা। বিশেষ করে গর্ভবতীর স্বামী, শ্বাশুড়ীসহ পরিবারের সকল সদস্যকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। জনগণ সচেতন হলে মাতৃসূত্যুর হার আরো কমিয়ে আনা সহজ হবে।

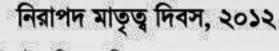
মায়ের স্বাস্থ্য উনুয়নে সেবার মান বৃদ্ধিসহ প্রাতিষ্ঠানিক সেবাও বৃদ্ধি করতে হবে। একই সাথে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এটি অনস্বীকার্য যে, একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' ২০১২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।



other counties.

we deliver skilled care for them?



"নিরাপদ প্রসব মায়ের অধিকার" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে আজ ২৮ মে সারাদেশে পালিত হচ্ছে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০১২। মাতৃস্বাস্থ্য যে কোন দেশের উনুয়নের একটি অন্যতম সূচক। তাই মাতৃস্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সাল থেকে ২৮ মে তারিখে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালনের ঘোষণা প্রদান করেন। মাতৃস্বাস্থ্য, নিরাপদ প্রসব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার গুনগতমান বৃদ্ধি সম্পর্কে মা, পরিবার, স্বাস্থ্য সেবাদানকারী ও নীতি নির্ধারকসহ সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সকলের অংশগ্রহন ও প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করাই এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সহস্রান্দের উনুয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তা অর্জনে মা নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের উনুয়নকল্পে নানাবিধ কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন, ফলশ্রুতিতে মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ৩২২ (২০০১) থেকে কমে ১৯৪তে (২০১০) উপনীত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এমডিজি-৫ অর্জন করতে হলে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৪৩ এ কমিয়ে আনতে হবে। এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সাফল্যের কারনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের এমডিজি পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন। এ ছাড়া মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উনুয়নের ক্ষেত্রে সরকার প্রধানের অসামান্য অবদান ও তথ্য প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য ২০১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "সাউথ সাউথ এয়ার্ড" এ ভূষিত হয়েছেন

মাতৃ মৃত্যুহার অনেকাংশে কমে আসা সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে ২০ জন মা অনাকাংখিতভাবে মৃত্যুবরন করছেন। দক্ষ প্রস্বকারীর হাতে প্রস্বের হার বর্তমানে বেড়ে ৩২ শতাংশ হলেও এখনও শতকরা ৬৮ ভাগ প্রস্ব অদক্ষ হাতে বাড়ীতে করানো হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের উনুয়নে কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নানাবিধ কর্মসূচী ও বিশেষ কৌশল হাতে নিয়েছে। বিশেষ করে অতি সম্প্রতি শুরু হওয়া স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচী (এইচপিএনএসডিপি ২০১১-২০১৬) তে স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সরকারী সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও ১৩২ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী প্রসৃতি সেবা কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে। মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রেও এই সেবা অব্যাহত আছে। বেসরকারী পর্যায়েও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সরকার ও জাতিসংঘ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এমএনএইচ প্রকল্পের নির্দিষ্ট সংখ্যক কমিউনিটি ক্রিনিকে নিরাপদ প্রসব কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ১৫০০ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে শুরু হয়েছে নিরাপদ প্রসব সেবা কার্যক্রম। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের সেবা কেন্দ্রে গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরী প্রসূতি সেবার মান উনুয়নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর চিকিৎসকদের জরুরী প্রসৃতি সেবা প্রশিক্ষণ শুরু করেছে। বাড়ীতে প্রসব সেবা নিশ্চিত করতে সরকার ইতোমধ্যেই ৬৬৫৯ জন মাঠকর্মীকে সিএসবিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০১৫ সালের মধ্যে ৩০০০ মিডওয়াইফ প্রশিক্ষণের কার্যক্রমও এগিয়ে চলেছে এবং ইতোমধ্যেই ১৮০ জন নার্স স্বল্প মেয়াদী মিডওয়াইফারী কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া হতদরিদ্র মায়েদের গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করতে ৫৩টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম চালু করা হয়েছে। ১২টি উপজেলায় চলছে 'পে ফর পারফরমেন্স' কার্যক্রম। চলমান স্বাস্থ্য সেক্টর কর্মসূচীতে আরো ১০০টি উপজেলায় ডিএসএফ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বাড়ীতে প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরন ও খিচুনী প্রতিরোধ চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চলমান প্রকল্প সমূহ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ধারনা সমূহ সারাদেশে বিস্তৃত করার পরিকল্পনাও স্বাস্থ্যে সেক্টর কর্মসূচীতে উল্লেখিত আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের শুভ উদ্বোধন ও জরুরি প্রসৃতি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে আগত অংমগ্রহনকারীদের পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে আবারও বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ প্রতিশ্রুতি পূর্নব্যক্ত করেছেন। নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষে সারা দেশে র্যালী, আলোচনা সভা, রক্তের গ্রুপ নিশ্চিতকরন ক্যাম্প ও বিশেষ প্রসবপূর্ব সেবাদান কার্যক্রমে স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, সরকারী অন্যান্য বিভাগ, স্থানীয় সরকার, এনজিও সহ সমাজের সবার সার্বিক অংশগ্রহনের জন্য আবেদন জানাচ্ছি, এর মাধ্যমেই বাংলাদেশের প্রতিটি মায়ের নিরাপদ প্রসবদান নিশ্চিত হবে যা প্রতিটি মায়ের অধিকার।

ডা: সৈয়দ আবু জাফর মো: মুসা পরিচালক (পিএইচসি) ও লাইন ডাইরেক্টর (এমএনসিএন্ডএএইচ)

নিরাপদ মাতৃত্ব থিম সং

পোয়াতি বউ মুখ লুকিয়ে তেঁতুল আচার খায়, মা-শান্তড়ি ছোট ছোট নকশী কাঁথা সেলায়।

নয়টি মাসের যুদ্ধ শেষে জন্ম নিলো বাংলা মা, নয়টি মাসের গর্ভ শেষে বউ যে হ'ল শিশুর মা। গর্ভকালীন মায়ের সেবার থাকতে হবে আয়োজন, সুস্থ শিশু পেতে হলে সুস্থ মা যে প্রয়োজন।

প্রসবদানে প্রশিক্ষিত কর্মী যারা আছে, গর্ভকালীন সেবা নিতে হবে তাদের কাছে: গর্ভকালীন সেবা নেবে অন্তত চার বার, টিটেনাসের টিকা নেবে নিয়ম মেনে দু'বার; পাঁচটি ঝুঁকির চিহ্নগুলো জেনে নিতে হবে, একটি হলেই হাসপাতালে দ্রুত নিতে হবে। গর্ভকালীন মায়েরসুস্থ মা যে প্রয়োজন।

নিরাপদে প্রসব হওয়ার প্রস্তুতিটা চাই, টাকা-কড়ি জমিয়ে কিছু রাখতে হবে তাই; যানবাহনও তৈরী রবে, ডাকলে যেন আসে, প্রয়োজনে রক্ত দিতে থাকবে স্বজন পাশে: বাড়ির চেয়ে হাসপাতালে প্রসব হওয়া ভালো, সুস্থ রবে মা ও শিশু ফুটবে নতুন আলো। গর্ভকালীন মায়েরসুস্থ মা যে প্রয়োজন।

প্রসব শেষেও মা ও শিশুর যত্নটা দরকার, নিয়ম মেনে সেবা নেবে অন্তত চার বার. প্রসব শেষে রক্তক্ষরণ একটি জটিলতা. মানতে হবে সব বিষয়ে চিকিৎসকের কথা বাংলাদেশে দিন বদলের মুধুর হাওয়া বয়, সবাই মিলে মাতৃমৃত্যু করবো এবার জয়। নয়টি মাসের যুদ্ধ শেষে জন্ম নিলো বাংলা মা, সুস্থ শিশু পেতে হলে সুস্থ মা যে প্রয়োজন।

কথা: বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ সুর: মকসুদ জামিল মিন্টু কষ্ঠ: রুনা লায়লা







স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

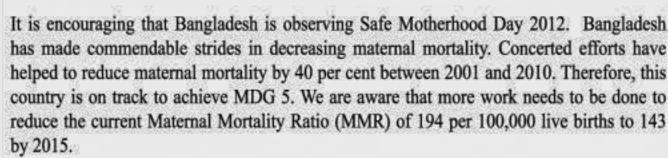
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামী ২৮মে দেশব্যাপী উদ্যাপিত হতে যাচ্ছে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস'। মা ও শিশু স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে দিবসটি পালন করা হয় এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "নিরাপদ প্রসব মায়ের অধিকার" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রসবজনিত জটিলতা, অপৃষ্টি এবং নানাবিধ রোগের সংক্রমনের কারণে অনেক মা ও শিতর অকাল মৃত্যু ঘটছে। এদের মধ্যে নবজাতকের মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মের ৩২ জন, যা দুঃখজনক ও অনাকাঞ্জিত। মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উনুয়ন দেশ ও জাতীয় উনুয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে সুস্থ এবং মেধা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ নাগরিক। তাই সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে মা ও শিতর যতু একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের সামাজিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অশিক্ষা এবং অর্থনৈতিক কারণে মায়ের স্বাস্থ্য পরিচর্যা এখনও অপ্রতল। বর্তমান সরকার এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতের সাথে বিবেচনা করে প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও নবজাতকের পরিচর্যার উনুয়নে 'জরুরী প্রসূতী সেবা কর্মসূচীর' আওতায় বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ থেকে মা ও শিশুদের রক্ষায় এবং অপৃষ্টি দূরীকরণসহ চলমান অন্যান্য কর্মসুচী আরও জোরদার করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচী আমাদের দেশের মা ও শিত স্বাস্থ্য উনুয়নে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এখন প্রয়োজন এ বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।

আসুন, নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের মূল বাণীকে সামনে রেখে আমরা সকলে মিলে মা ও শিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হই। দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে মা ও শিশুদের প্রতি সামাজিক মূল্যবোধ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠুক এই হোক আমাদের প্রত্যাশা

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের সকল কর্মসূচী সফল হোক

Mostin অধ্যাপক ডাঃ খব্দকার মোঃ সিফায়েত উল্লাহ



Alarmingly. Bangladesh is losing 20 mothers a day due to obstetric complications. Quality round-the-clock Emergency obstetric and Newborn Care (EmONC) supported by an adequately skilled workforce in designated health facilities is instrumental to saving maternal and newborn lives. Obstetric danger signs should be identified quickly and provision for emergency referral and prompt treatment in health facilities should be in

UNICEF has been supporting the Government of Bangladesh to improve Emergency Obstetric Care by improving public health facilities, strengthening information management systems and establishing Women Friendly Hospitals to deliver quality services for Women.

In addition, with financial assistance form our donors, UNICEF has been working closely with the government, other United Nations (UN) agencies and non-governmental organisations to strengthen community and facility based maternal, newborn and child health services in 30 districts. UNICEF also supports nutrition programmes to improve the nutritional status of women and children.

UNICEF has recently decentralized and strengthened its field offices by deploying specialist staff in health and nutrition to ensure better monitoring of programme implementation. To achieve the MDGs with equity, UNICEF and other UN agencies will work in 20 low performing districts to achieve better results for children and women.

We congratulate everyone who has worked tirelessly to organize the events for Safe Motherhood Day at national and sensational levels. UNICEF is committed to improving maternal, neonatal and child survival interventions in Bangladesh on its journey to achieve MDG 4 & 5. We believe that by collectively working with the government and development partners, Bangladesh will be able to bring positive impact on the lives of thousands of women, children and their families.









প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯

२२ (म २०১२

বাণী

দেশব্যাপী ২৮শে মে ২০১২ 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান সরকার মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার জরুরি প্রসৃতি সেবা কার্যক্রম, গরীব ও দুঃস্থ মায়েদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম, কমিউনিটি ভিত্তিক স্কিল্ড বার্থ এটেনডেন্ট কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, ইপিআই, আইএমসিআইসহ ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরফলে মাতৃসূত্যু ও শিশুসূত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা অর্জন করেছি জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার। এছাড়া নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উনুয়নে অগ্রগতির জন্য আমরা পেয়েছি 'সাউথ -সাউথ এ্যাওয়ার্ড'

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশু বিষয়ক কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাই।

আমি 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' ২০১২ উপলক্ষে সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শৈখ হাসিনা





অধ্যাপক ডা: সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান সমাজকল্যান বিষয়ক উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উদযাপনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বর্তমান সরকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের গুণগত মান বৃদ্ধিকল্পে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং মাতৃস্বাস্থ্য উনুয়ন ও মাতৃমৃত্যু রোধে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে, ফলশ্রুতিতে বর্তমানে মাতৃমৃত্যু হার হাস পেয়ে প্রতিলক্ষ জীবিত জন্মে ১৯৪-তে উপনীত হয়েছে। অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৫ সনের মধ্যে মাতৃস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সহস্রাব্দের উনুয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। গর্ভকালীন জটিলতা, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা ও পরিবারের অবহেলা মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ। এই অবস্থা পরিবর্তনে সরকার

জনসচেতনতামূলক কর্মকান্ত গ্রহণ করেছে। দক্ষ জনবল বৃদ্ধির জন্য ডাক্তার, নার্স, মিডওয়াইফ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবার কল্যাণ কর্মীদের এসবিএ প্রশিক্ষণ দিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় মাতৃস্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেয়ার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। মাও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত কারার লক্ষ্যে প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রমের মাধ্যমে মাতৃস্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলা করে নিরাপদ প্রসবের মায়ের অধিকার নিশ্চিত করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস সফল হোক

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী



ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে।



সিনিয়র সচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতি গঠনে সুস্থ মা ও সুস্থ শিশু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুস্থ মা ও শিশুর জন্য চাই মায়েদের নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২৮ মে ২০১২ তারিখে পালিত হতে যাচেছে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "নিরাপদ প্রসব মায়ের অধিকার" যা অত্যন্ত সময় উপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মাতৃস্বাস্থ্য সমস্যা ও এর প্রতিকারের বিষয়টি বিবেচনা করে এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে ইতোমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে, যার মধ্যে মাতৃমৃত্যু হ্রাস উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে মাতৃমৃত্যু প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৯৪।

তবে জাতিসংঘ নির্ধারিত ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে মাতৃমৃত্যু প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৪৩ এ নামিয়ে আনতে হবে, সূতরাং

মাতৃসূত্যুহ্রাসে আমাদের সমন্বিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। মাতৃসূত্য হ্রাসে সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারী হাসপাতাল সমূহে জরুরি প্রসূতি সেবা চালু করা হয়েছে, যা মায়েদের নিরাপদ প্রসবের সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও হতদরিদ্র মায়েদের নিরাপদ প্রসবের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫৩টি উপজেলায় 'মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম' চালু করা হয়েছে যা পরবর্তীতে আরও ১০০টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হবে। দক্ষ প্রসবকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে CSBA ও মিডয়াইফ নার্স প্রশিক্ষণ সম্প্রসারিত হয়েছে। এর পাশাপাশি মিডওয়াইফ

মাতৃস্বাস্থ্য সেবার সামগ্রিক মান উনুয়নে সব ধরণের প্রচেষ্টা চলছে। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য অবকাঠামো বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষ জনবল তৈরি এবং চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে অবকাঠামো উনুয়ন, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর ফলে গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসবপরবর্তী সেবা গ্রহণের হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সেবা গ্রহণের হার আরও বাড়ানোর জন্য সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। একইসাথে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাছে। আমি

আশা করি সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি ব্যাপক জনসম্পুক্ততার ফলে ভবিষ্যতে মাতৃত্ব শতভাগ নিরাপদ করা সম্ভব হবে।

আমি নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

BIRESMITE IN মুহম্মদ হুমায়ুন কবির

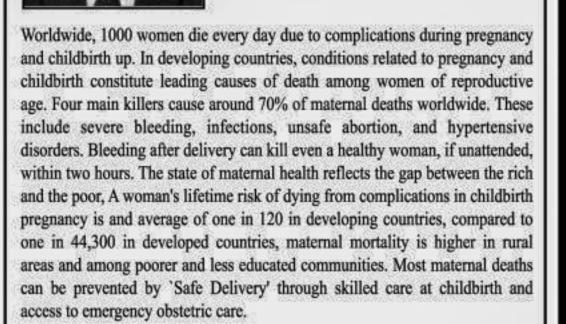
World Health Organization

Country Office for Bangladesh

Organization



Message



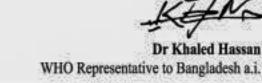
Message

The Government of Bangladesh accords highest priority to maternal and newborn health as clearly articulated in the national development framework and has made consistent progress, since the global safe motherhood initiative was translated into action in the country. Midwifery and Emergency Obstetric Care services are provided, and detection and appropriate referral of obstetric complications for timely access to appropriate care are implemented. The Government is currently strengthening community clinics to provide integrated

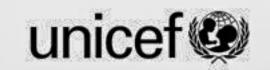
Recognizing the unmet and growing needs for professional midwives, HE prime Minister of Bangladesh committed to training 3,000 midwives by 2015, to provide round the clock midwifery services at health facilities. Subsequently, the Government of Bangladesh, with support from WHO, initiated a 6-midwives advance midwifery education programme for existing Registered Nurse-midwives (RNMs) to bring them up to national and international standards. A first cohort of 60 students from three training sites graduated in April 2011. Training capacity and service delivery is now expanded to meet the needs for 'Safe Delivery."

WHO would like to congratulate all Mothers in Bangladesh of the occasion of the 'Safe Motherhood Day 2012' and wish them healthy and prosperous life.

WHO remains committed collaborating closely with the Government and its partners to give all Mothers in Bangladesh 'Safe Delivery."







arman

UNFPA Representative, Bangladesh

Arhur Erken

